শিক্ষার মান উন্নয়ন ঃ পদক্ষেপ এবং প্রয়োজনীয়তা

১. শিক্ষার্থীদের পাঠ্যবইয়ের পাশাপাশি অন্যান্য বই পড়ার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে।
২. অভিভাবকদের পাঠ্যবই নিয়ে সন্তানদের সাথে আরো বেশী সময় দিতে হবে।
৩. শিক্ষকদের শ্রেণি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণের উপর গুরুত্ব দিতে হবে।
৪. মাল্টিমিডিয়া নির্ভর ক্লাশরুমের ব্যবস্থা করতে হবে।
৫. শিশু শ্রেণিতে পাঠ্যবিষয়ের বাইরে অন্যবইয়ের তালিকা সিমীত করতে হবে।
৬. আন্তর্জাতিক পর্যায়ের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে শিক্ষার মান উন্নয়ন নিয়ে শিক্ষাসংক্রান্ত পেশাজীবী–চাকুরীজীবীদের মত বিনিময়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
৭. "শিক্ষা শুধু একটি পদ্ধতি নয় বরং এটি একটি জীবনব্যবস্থা" বিভিন্ন পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের পাঠ্যবইয়ে এই কথার বিস্তারিত বিবরণ পাঠ্যসূচিভূক্ত করতে হবে।
৮. নারী শিক্ষা উন্নয়নে প্রচলিত ব্যবস্থার বাইরেও অধিক কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। যেমনঃ সম্পূর্ণ বিনা বেতনে অধ্যয়ন, অধ্যয়ন শেষে চাকরী বা ক্ষুদ্র ব্যবসার ব্যবস্থা, বিনা সুদে ঋণ এর ব্যবস্থা ইত্যাদি।
৯. আধুনিক যুগপোযগী পাঠ্যসূচি নির্ধারণ করতে হবে। যেমন ঃ পরিবেশ বিপর্যয়ে আমাদের করনীয়, ভবিষ্যতের পথ নির্ধারণে মুক্ত চিন্তার নিশ্চয়তা (জোর করে কাউকে ডাক্তার না বানানো), যে বিষয়ে শিক্ষার্থী পড়তে চায় তাকে সে বিষয়ে পড়তে দেয়া ইত্যাদি।
১০. শিক্ষা প্রশাসনকে ঢেলে সাজানো- যেমন শিক্ষা প্রশাসনের সাথে জড়িত ব্যক্তিরা যেন শিক্ষা এবং শিক্ষার মানোন্নয়ন সম্পর্কিত ব্যাপক ধারণা রাখেন।
১১. প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সহপাঠক্রমিক কার্যক্রমকে গুরুত্বের সাথে নিয়ে সকলের অংশগ্রহণকে নিশ্চিত করা।
১২. শিক্ষা শুধু পাঠকেন্দ্রিক নয়, শিক্ষা হতে হবে হাতে কলমে অর্থাৎ অধিকতরো প্রাকটিকাল নির্ভর।
১৩. বাংলাদেশের রাজনীতি, অর্থনীতি, মুক্তিযুদ্ধ, ভাষা আনোদলন এবং সামগ্রিক ভাবে বাংলাদেশের যাবতীয় তথ্যাদি সমৃদ্ধ একটি পাঠ্যসূচি ক্রম অনুসারে প্রতিটি ক্লাশে থাকতে হবে।
১৪. ক্লাশ মনিটরিংএর ব্যবস্থা হতে হবে যথার্থ। যেমন ঃ শিক্ষার্থীরা কি ভাবে শিখতে চায় এবং সে ভাবে শিখানো হচ্ছে কিনা।
১৫. শিক্ষা আমাদের জাতীয় উদ্যোগ। তাই শিক্ষার মানোন্নয়নে সকল প্লাটফরমের সকল শ্রেণি ও পেশার মানুষকে ভাবতে হবে।